সৌভাষ্য

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী স্মারক

কবিতা সংকলন

সৌভাগ্য

সৌভাষ্য

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী স্মারক
কবিতা সংকলন

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ
ও
রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর

উদ্যোগ : রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ
ও
রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর

প্রকাশক : স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দ
অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ, হাওড়া–৭১১২০২
ই-মেইল : vidyamandira@gmail.com

© রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

ISBN No : 978-81-951186-4-9

আহ্বায়ক : স্বামী একচিত্তানন্দ
অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর

সম্পাদকমন্ডলী : স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ
স্বামী একচিত্তানন্দ
অধ্যাপক স্বরূপ রায়
অধ্যাপক হরেকৃষ্ণ পট্টযোশী
অধ্যাপক শৌভিক কুণ্ডু
অধ্যাপক শুভ্রকান্তি চক্রবর্ত্তী

প্রচ্ছদ : অধ্যাপক গৌতম মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

মুদ্রণ : সৌমেন ট্রেডার্স সিন্ডিকেট
৯/৩ কে. পি. কুমার স্ট্রিট, বালি, হাওড়া-৭১১২০১

মূল্য : ₹ ৩০০.০০

Phone PBX :
(033) 2654-1144 / 1180
(033) 2654-9581 / 9681
FAX : (033) 2654-4071
Email : president@rkmm.org
presidentoffice@rkmm.org

RAMAKRISHNA MATH
P.O. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
WEST BENGAL : 711202
INDIA

শুভেচ্ছাবাণী

আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি হলো ত্যাগ ও সেবা, কেবলমাত্র কতকগুলি অসার আচার নয়। (চিন্তন-মনন-অনুশীলন, পৃঃ ৫৭) স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য যাত্রার পূর্বে এই বেলুড় মঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন— 'ত্যাগ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করার এখন সময় নাই, আমি সংক্ষেপে উহার লক্ষণ নির্দেশ করিতে চাই—মৃত্যুকে ভালবাসা।... মৃত্যুকে ভালবাসার অর্থ কি? তাৎপর্য এই—আমাদিগকে মরিতেই হইবে—ইহা অপেক্ষা ধ্রুব সত্য কিছুই নাই। তবে আমরা কোন মহৎ সৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাত করি না কেন? আমাদের সকল কার্য—আহার বিহার অধ্যায়ন প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা করি—সবগুলিই যেন আমাদিগকে আত্মত্যাগের অভিমুখ করিয়া দেয়।... সমগ্র জগৎ এক অখণ্ড-সত্তাস্বরূপ—তুমি তো ইহার নগণ্য অংশমাত্র; সুতরাং এই ক্ষুদ্র আমিত্বটাকে না বাড়াইয়া তোমার কোটি কোটি ভাইয়ের সেবা করাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক কার্য—না করাই অস্বাভাবিক।...' (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৬)

পরাধীন ভারতবর্ষে স্বামীজীর এই কথাকয়টিকে যে অগণিত জন কার্যে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, মনে হয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। আত্মত্যাগ ও দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত এহেন মহাপ্রাণ নেতাজীর স্মরণে রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর এবং রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠের যৌথ উদ্যোগে যে একটি কবিতা সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হতে চলেছে—তার সার্বিক সাফল্য আশা করি।

কখনো কখনো জগতে এরূপ কিছু নারী-পুরুষের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা কালকে অতিক্রম করে কালাত্তীর্ণ তথা কালজয়ী হয়ে ওঠেন। (চিন্তন-মনন-অনুশীলন, পৃঃ ৩) তাই ১২৫ নেতাজি জন্মবর্ষের এই শ্রদ্ধাঞ্জলির সাথে যুক্ত সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মঙ্গল প্রার্থনা। জয় শ্রীঠাকুর, জয় শ্রীমা, জয় শ্রীস্বামীজি।

(স্বামী স্মরণানন্দ)
অধ্যক্ষ

বেলুড় মঠ, ২২/০৮/২০২১
রাখী-পূর্ণিমা ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দ-জী জয়ন্তী

ভূমিকা

ভারতবর্ষ থেকে ভারত হয়ে ওঠার ইতিহাস বড় জটিল। অজস্র কাঁটা সেখানে ওঁত পেতে রয়েছে আহত করার অভিসন্ধি নিয়ে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ঘুচিয়ে নতুন সূর্য দেখবার ইচ্ছে কার না হয়। আবদ্ধ মন তো মুক্তিই খোঁজে। কিন্তু সাধ আর সাধ্যে থাকে বিরাট ব্যবধান। যা কিছু সহজ তাকে গ্রহণ করতেই আমরা পিছিয়ে যাই, আর কাঁটার যন্ত্রণাকে কেই বা আপন করে। কিন্তু কিছু মানুষ থাকেন, যাঁরা শুধু স্বপ্নের পিছনে ছুটতে চান, হৃদয়ের প্রতিটি অনুভূতিকে মূর্ত করতে চান। এরাই দেশনায়ক, মহামানব। পরহিতার্থে তাঁদের প্রাণ উৎসর্গীকৃত। তেমনি এক মহামানব সুভাষচন্দ্র বসু। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে বর্ণময় ও রহস্যময় চরিত্র। প্রচলিত নিক্তিতে তাঁকে মাপা যায়নি কখনোই। প্রত্যেক কর্মকাণ্ডে তিনি ছকভাঙা। উচ্চমেধার অধিকারী হয়েও ব্যক্তিপ্রতিষ্ঠাকে হেলায় পাশ কাটিয়েছেন। জাতীয় রাজনীতিতে নিজের যোগ্যতায় পাওয়া পদাধিকারকে ছুঁড়ে ফেলতে একমুহূর্ত ভাবেননি। সমস্ত পৃথিবীকে থমকে দিয়েছিল যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে নিজের দাবি আদায় করেছেন অনায়াস দক্ষতায়। ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ের তাঁর অবদান নিয়ে লিখতে বসলে শেষ হবে না। কিন্তু কেবল ইতিহাসে নয় জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে তাঁর নাম। তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর জন্ম হয়েছে কিন্তু মৃত্যু হয়নি। সুভাষ যেন প্রহেলিকার আর এক নাম। অজস্র জিজ্ঞাসা যেন জাপটে ধরেছে এই নামটিকে। তাঁর অন্তর্ধানের অর্ধশতকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে, তবু আজও মানুষ তাঁর ফেরার প্রত্যাশা করেন। আসলে সুভাষ এক সম্ভাবনার নাম। সমস্ত ভারতের এগিয়ে চলার নেতা তিনি।

স্বামী বিবেকানন্দের এই ভাবশিষ্যকে নিয়ে সাহিত্যের দুনিয়া কিন্তু ততটা মাথা ঘামায়নি যতটা উচিত ছিল। এমন একজন প্রকৃত নায়ককে বড্ড বেশি করে

আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাস তাঁর রক্ত মাংসের চেহারাকে নির্মাণ করতে চায়। সেখানে কাঠিন্য থাকে, তথ্য থাকে, কাটাছেঁড়া থাকে। কিন্তু সাহিত্য তো জন্ম দেয় অনুভূতিকে। সেখানে কোমলতা থাকে কাঠিন্যের সঙ্গী হিসাবে। তাই স্বাধীনতার এতগুলো বছর পার করেও ভারত যখন দারিদ্র, অশিক্ষা ও হিংসাকে সম্পূর্ণ জয় করতে পারেনি তখন সেই ১২৫ বছরের যুবকটিকেই স্মরণ করি আমরা। বুকে পাথর চেপে আমরা তাঁর ফিরে আসবার স্বপ্ন বুনি। এই স্বপ্নজাল যাঁকে ঘিরে থাকে তাঁকে নিয়েই তো সাহিত্য রচিত হয়। বাংলা কবিতা বা গল্প-উপন্যাসে তিনি কেবল সামান্য ইঙ্গিত হয়ে থেকেছেন বারে বারে। কিন্তু এখন বোধ হয় সময় এসেছে এই মহাপ্রাণকে সাহিত্য জলসাঘরে বাঙ্ময় করবার - যেখানে থাকবে ইতিহাসের ইঙ্গিত কিন্তু কল্পনার ঐশ্বর্য। নির্মিত হবে সুভাষের জীবনের বহুরৈখিক চেহারা।

বাংলা কবিতা আধুনিক হবার সময় থেকেই ব্যক্তিকে স্তুতি করে কবিতা রচিত হয়েছে। মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ হয়ে পরবর্তী বাংলার প্রায় সকল বিখ্যাত কবিই মহামানবের স্তুতি করছেন তাঁদের কবিতায়। সেই ধারায় সুভাষচন্দ্রও একাধিকবার হয়েছেন কবিতার বিষয়। তাঁর ব্যক্তিজীবন, কর্মজীবন এবং অন্তর্ধানকে নিয়ে লেখা হয়েছে বেশ কিছু কবিতা। কিন্তু কেবল নেতাজিকে অবলম্বন করে কবিতার সংকলন সেভাবে হয়নি। নেতাজির ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সেই পরিকল্পনাই করেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী মহারাজ, ও রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয় নরেন্দ্রপুরের অধ্যক্ষ স্বামী একচিত্তানন্দজী মহারাজ। রামকৃষ্ণ মিশনের এই দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যৌথভাবে নেতাজি তর্পণের জন্য বেছে নিয়েছে নেতাজি বিষয়ক কবিতা সংকলন প্রকাশের উদ্যোগকে। লক্ষ্য ছিল নেতাজীর ১২৫তম জন্মজয়ন্তীতে ১২৫টি কবির কবিতা নিয়ে এই সংকলন প্রকাশ করা হবে। আর সেই সমস্ত কবিতা সংকলিত হবে কেবলমাত্র এই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র, অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রাবাসকর্মী, অভিভাবক প্রতিনিধিদের কবিতা নিয়ে। প্রথম পর্বে কবিতা সংগ্রহের কাজটি খুব সহজ মনে হয়েছিল। কিন্তু অতিমারীর দ্বিতীয়

ও তৃতীয় ঢেউ এই উদ্যোগকে সফল করতে দেয়নি। বার বার বাধা এসেছে। একটা সময় মনে হয়েছিল ১০০টি কবিতাও হয়ত সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কিন্তু স্বামী একচিত্তানন্দ মহারাজ নিরলস উদ্যোগে কবিতা সংগ্রহ করে দিয়েছেন। প্রতি মুহূর্তে খোঁজ নিয়েছেন কাজের অগ্রগতি নিয়ে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে কবিতাগুলি সংগ্রহের দায়িত্ব স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ মহারাজের উদ্যোগে সম্ভব হয়েছে। আর সবরকমভাবে সাহায্য করেছে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনী ও বর্তমান গণিত বিভাগের অধ্যাপক শুভ্রকান্তি চক্রবর্তী। এই গ্রন্থ প্রকাশের পিছনে শুভ্রকান্তির নিরলস উদ্যম আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই সংকলনটি কেবলমাত্র বাংলা কবিতা নিয়ে করার ইচ্ছে থাকলেও পরবর্তীকালে আমরা সংস্কৃত ও ইংরাজি কবিতাও গ্রহণ করি। সংস্কৃত কবিতা বাছাই-এর কাজটি করেছেন বিদ্যামন্দিরের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক হরেকৃষ্ণ পট্টযোশী। এছাড়া অধ্যাপক বিমল রক্ষিতের থেকেও আমরা অনেক সহায়তা পেয়েছি। ইংরাজি কবিতা বাছাই-এর ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করেছেন বিদ্যামন্দিরের ইংরাজি বিভাগের অধ্যাপক স্বরূপ রায়। অধ্যাপক দীপাঞ্জন মুহুরীর থেকেও বিশেষ সহায়তা পেয়েছি। আর সামগ্রিকভাবে কবিতা নির্বাচন করেছেন স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ মহারাজ। বিশেষ সহায়তা করেছেন স্বামী পরদেবতানন্দ, ব্র. দুর্গাচৈতন্য মহারাজ, মিটিয়েছেন অসময়ে করা নানা আবদার। সংকলনের প্রকাশক রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দ মহারাজের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সংকলনের প্রচ্ছদটিকে অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন বিদ্যামন্দিরের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক গৌতম মুখোপাধ্যায়। প্রুফ সংশোধনে আমাদের সাহায্য করেছে স্নাতকোত্তর সংস্কৃত বিভাগের ছাত্র বিক্রম হালদার, পঙ্কজ দাস, বাংলা বিভাগের ছাত্র জ্যোতির্ময় বোস ও অঙ্কন রায়। প্রকাশনা সংক্রান্ত সহায়তার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মণ্ডল ও সৌমেন ট্রেডাস্ সিণ্ডিকেটকে। আমাদের এই গ্রন্থের জন্য যাঁরা কবিতা পাঠিয়েছেন তাঁদের সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। যেহেতু ১২৫ জন কবির কবিতাই কেবলমাত্র গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে, তাই কিছু কবিতা বাদ দিতে হয়েছে। যাঁদের কবিতা গ্রহণ করা সম্ভব হল না তাঁদেরও জানাচ্ছি ধন্যবাদ।

এই গ্রন্থে বিদ্যামন্দিরের পুরাতন পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা কয়েকটি কবিতাও রয়েছে। ১১টি সংস্কৃত ও ১২টি ইংরাজি কবিতা ছাড়া বাকি সব কবিতাই বাংলায় লেখা। আমরা কবিদের নাম আদ্যাক্ষর মেনে সাজাবার চেষ্টা করেছি। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির ও রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয় নরেন্দ্রপুর পরিবারই এই সংকলনটি করতে চেয়েছে। কবিরা সকলেই সেই পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই কারণে কবিদের আলাদা করে পরিচয় দেওয়া হয়নি, কারণ এখানে আমরা প্রতিষ্ঠানের পরিচয়টিকেই বড় করে দেখাতে চেয়েছি।

এমন দাবি কখনোই করব না, এই সংকলনের সকল কবিতাই নিখুঁত হয়ে উঠেছে। এই সংকলনের মধ্যে থাকা ত্রুটিগুলি পাঠকরা আমাদের সামনে তুলে ধরলে আমরা তা সংশোধন করে নেব। এই সংকলন বহুমাত্রিক দিক থেকে ধরতে চেয়েছে নেতাজির স্বরূপকে। কোনো কবি নেতাজির মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন আঁধার মুক্তির সম্ভাবনা, কেউ নেতাজিকে সময়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। কেউ তাঁর মৃত্যু প্রহেলিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, কেউ তাঁর মধ্যে বিবেকানন্দের কর্মযোগের আদর্শকে সন্ধান করতে চেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তি বিষয়ক কবিতা সংকলনের অভাব নেই। নেতাজিকে নিয়ে একটি সংকলন তাই সেই ধারায় নতুন রাস্তার জন্ম দেবে না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের মূল ধারায় নেতাজিকে নিয়ে করা এই সংকলন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের দাবি জানাবে সেই প্রত্যাশা রাখি।

ভারতের আবেগের সঙ্গে নেতাজি মিশে আছেন। সাহিত্যের দায় সেই আবেগকে মূর্ত করার। নেতাজির বাণী, কর্ম, যাপন ও সাহসের কিংবদন্তী আখ্যানকে ভাষ্যরূপ দেওয়া সাহিত্যের দায়িত্ব। আগামীর ইচ্ছেরা অতীতের কাছ থেকে নিক উজ্জীবনের মন্ত্র। হতাশার প্রহর কাটুক সম্মিলিত পাখির ডাকে। এই প্রত্যাশা নিয়েই এই সংকলন। সময়ের অন্ধকার ঘুচে জ্বলে উঠুক সুভাষিত আলো, তার ভাষ্য হোক – 'সৌভাষ্য'।

শৌভিক কুণ্ডু

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে

সূচীপত্র

হে প্রাণবহ্নি	স্বামী সুপর্ণানন্দ	17
যুগনায়ক ও দেশনায়ক	স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ	18
হৃদয়পুরের নেতাজি	স্বামী শিবপ্রদানন্দ	20
আসছে যে নেতাজী	স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ	21
আগুন	স্বামী কৃপাকরানন্দ	23
ঘরের টানেই ঘরছাড়া	স্বামী প্রতিবোধানন্দ	25
ওগো নেতাজী	স্বামী পরদেবতানন্দ	26
ফাঁকি	স্বামী ইষ্টেশানন্দ	27
নেতাজী তর্পণ	অক্ষয়কুমার মাজি	28
ভোরের সূর্য	অভিজিৎ সাধুখাঁ	30
ইরাবতীর তীরে	অনির্বাণ মুখার্জী	32
অমৃত	অগ্নিভ সান্যাল	34
তোমার আসার আশায়	অঙ্কন চক্রবর্তী	35
বর্ডারে একদিন	অঙ্কন রায়	36
স্বপ্ন	অনির্বাণ মজুমদার	38
স্বপ্নের পথ ধরে	অনির্বাণ মজুমদার	39
কনফিডেন্সিয়াল	অনুদাত্ত মল্লিক	40
নবলেখা পত্ররেখা	অভিজিৎ মাইতি	42
এই অহনায়	অভিষেক মণ্ডল	43
নেতাজীর কণ্ঠে	অয়নদীপ রায়	44
অরণি	অয়ন বিশ্বাস	46
একটি হারানো তারিখ ও ... মতাদর্শ	অরিঘ্ন জানা	48
সুভাষ জানে লড়াইটাকে	অরিত্র ব্যানার্জী	50
শুরু থেকে শেষ	অর্করূপ গঙ্গোপাধ্যায়	51

আত্ম বলিদান	অসিত কুণ্ডু	53
ইচ্ছে করে	অসীমকুমার চৌধুরী	54
ধ্যানমগ্ন কর্মযোগ	আকাশনীল চক্রবর্তী	56
স্বপ্ন-পরভৃৎ	আবীর ভট্টাচার্য চক্রবর্তী	57
নেতাজি	আশিসকুমার ভট্টাচার্য	59
ভিক্ষা	ইউনুস	60
মুক্তিসূর্য	ইন্দ্রনীল আচার্য	61
অনন্য সুভাষ	উদয়শঙ্কর রথ	63
জয়তু নেতাজি	উৎপল চট্টোপাধ্যায়	64
তরুণের স্বপ্ন	কিশলয় সরকার	66
চাঁদ	কার্তিক নাগ	68
মৌনমুখর	কার্তিক পাল	69
দেশনায়ক	কুন্তল চক্রবর্তী	70
তুমি আসবে	গোপাল বাইন	71
লজ্জা	গোপালকৃষ্ণ পাল	73
নেতাজি স্মরণে	গৌতমকুমার যশ	75
বসে আছি হে	চিরন্তন কুণ্ডু	76
আজাদি	জ্যোতির্ময় বোস	77
নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য	তথাগত বন্দ্যোপাধ্যায়	78
অজ্ঞাতবাস শেষ হলে	তন্ময় ঘোষ	79
ভারতপথিক	তপনকুমার ঘোষ	81
একটি সত্যের মুখোমুখি	তাপসকুমার বাগচী	82
দ্বা সুপর্ণা	তীর্থঙ্কর দাশ পুরকায়স্থ	83
ফিরে এসো	দীপঙ্কর মল্লিক	85
আমি-নেতাজী-ভারত	দেবজ্যোতি মুখার্জী	87
আশা	দেবপ্রসাদ মজুমদার	89

রক্তাক্ত মানচিত্রের ক্ষেত্রফলে ... শপথ	দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়	91
নেতাজী-চির বিস্ময় বীর	দেবীপ্রসাদ ধর	93
সুভাষ ফেরেননি কেন	দ্বীপ শেউলি	94
বীর নেতাজি	ননীগোপাল মণ্ডল	95
আমাদের নেতাজি সুভাষ	নীলাদ্রিশেখর চক্রবর্তী	96
পথের পথিক	পার্থ ভোঁড়	97
পুণ্যপুরুষ	পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়	98
বিপ্লবী সুভাষ	পুণ্যব্রত ব্রহ্ম	99
দিশারী	পূর্ণানন্দ মাল	100
ফিরে আসুন	প্রবীর মল্লিক	102
নেতাজীকে নিবেদিত একটি সনেট	বিশ্বনাথ গরাই	103
নেতাজি, আপনি শুনেছেন	বীরেশ্বর মাইতি	104
তরুণের স্বপ্নরাজি	বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য	105
নেতাজি	রুদ্রপ্রসাদ সিনহা	106
তীর্থের দিকে	মইজুদ্দিন মোল্লা	108
সুভাষ সমীপে	মন্মথ চক্রবর্তী	109
স্বপ্ন নয়	মানস সরকার	110
নেতাজী	শশাঙ্ক সরকার	111
সুভাষ ঘরে ফিরেছেন	শামিম আহমেদ	112
অভিমানী সুভাষ	শ্যামলকুমার মিশ্র	113
সূর্য, পৃথিবীর চারদিকে	শিশির রায়	115
মুরোদের গড়	শুভঙ্কর রায়	117
তোমাকে খুঁজি	শুভম দত্ত	118
নেতাজি	শুভাশিস মান্না	119
ফিরবে কবে	শুভ্রকান্তি চক্রবর্ত্তী	120
পরিত্রাতা	শুভ্রজিৎ মণ্ডল	121

আমার নেতাজী	শেখ রফিজুল	122
ফিনিক্স	শৌভিক কুণ্ডু	123
নেতাজী স্মরণে	শৌভিক বিশ্বাস	124
সুভাষিত এক আলো	শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়	125
সুভাষচন্দ্র	শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী	126
১২৫-এ একটুকু শ্রদ্ধার্ঘ্য	সঙ্কেত মণ্ডল	127
নেতাজি, — তোমায়	সত্যবতী গিরি	128
নেতাজীর উদ্দেশে খোলা চিঠি	সনৎকুমার নস্কর	129
নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা	সম্বিত বসু	133
দৃপ্ত বহ্নিমন	স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	135
স্বাধীন ভারতের রূপকথা	স্বর্ণদীপ চ্যাটার্জী	137
চেতনা	সুখময় মিশ্র	138
জাগরণ	সুদীপ পাল	139
জয়তু চির বীর	সুভাষ মিস্ত্রী	140
আজ আবার তোমাকেই দরকার	সুমন ভট্টাচার্য্য	141
নেতা তো আমাদের একজনই...	সুরজিৎ চক্রবর্তী	143
সুভাষচন্দ্রকে নিবেদিত	সুশান্ত বসু	147
সুভাষ তোমাকে	সুশীল মণ্ডল	148
সুভাষিত	সূর্য কুণ্ডু	149
প্রত্যাবর্তন	সৌপ্তিক পাল	150
নেতাজি	সৌমিককুমার সাহা	151
তোমাকে চাই	সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়	152
আলোর পাখি	সৌরভ চক্রবর্তী	153
ফিরে আসুন, নেতাজী	সৌরভ মণ্ডল	155
স্বাধীনতার বাণীরূপ	সৌভিক দত্ত	157
শ্যামবাজারের ক্যাপ্টেনকে	সোহম ভট্টাচার্য	158

वीरः सुभाषवसु:	अभिजित् मण्डलः	160
सुभाषवन्दनम्	अर्णव-घोषालः	161
तं नमामः तरस्विनम्	डः श्रीमन्त-चट्टोपाध्यायः	162
मुक्तियोद्धा सुभाषचन्द्रवसुः	डः श्रीवास-देवनाथः	163
सुभाषचन्द्रस्मरणाष्टकम्	डः हरेकृष्ण-पट्टजोषी	165
कस्त्वं नेतृवरः	प्रफेसर्-डक्टर्-अयनभट्टाचार्यः	167
सुभाषचरितम्	विमल-रक्षितः	169
सुभाषवह्निः	विवेक-कर्मकारः	170
नेताजी जयतु ध्रुवम्	श्रेयान्-ब्यानार्जी	172
सुभाषस्तवपञ्चकम्	सौम्यजित्-सेनः	174
सुभाषाष्टकम्	सौरभ-मण्डलः	175
Avatar	Aritra Bhattacharya	176
To the truest of the leaders	Aritra Basu	177
For thee to awaken, again!	Amar Roy	179
On Netaji	Sarban Bandyopadhyay	180
The leader of leaders	Satiprasad Maity	181
Let's find another Subhash, ...	Sourav Mandal	183
Broken image	Sayantan Lahari	184
Netaji: A mystery	Spandan Bandyopadhyay	186
To Netaji	Subhajit Sengupta	187
An ode to Netaji	Subharanjan Sinhababu	189
A tribute	Susanta Roy	190
The grip of hope	Suvankar Ghosh Roy Chowdhury	191